সংবাদ

তারিখ 3 APR 2009
পৃষ্ঠা ...

বিএম কলেজে দুর্নীতি

সাবেক ৩ অধ্যক্ষ ও ১ ভিপিসহ ১১ জনের নামে দুদকের মামলা

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

বরিশাল দুর্নীতি দমন কমিশন দক্ষিণাঞ্চলের সর্ববৃহৎ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিএম কলেজের সাবেক ৩ অধ্যক্ষ ও ছাত্রসংসদের এক সাবেক ভিপিসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে পৃথক ৪টি মামলা দায়ের করেছে। দুদকের [illegible] দপ্তরে থাকা উপ-পরিচালক আব্দুল মান্নান বাদি হয়ে কোতোয়ালি থানায় এ মামলা ৪টি দায়ের করেন। ২০০০ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ে কলেজ ছাত্রসংসদ ও কলেজের বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রী নিবাসের ১১ লাখ টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গত মঙ্গলবার রাতে এ মামলা দায়ের করা হয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রথম মামলাটি করা হয়েছে সাবেক অধ্যক্ষ নুরুল ইসলাম ও মেয়াদোত্তীর্ণ ছাত্রসংসদের সাধারণ সম্পাদক ছাত্রদল নেতা আবু জাফর বাদলের বিরুদ্ধে। ২০০২ সালের ৯ সেপ্টেম্বর ২ লাখ টাকা উত্তোলন করে মাত্র ১২ হাজার টাকায় ছাত্রসংসদ ভবনের সংস্কার কাজ করে ১ লাখ ৮৭ হাজার টাকা আত্মসাৎ করায় এ মামলাটি দায়ের করা হয়। দ্বিতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে সাবেক অধ্যক্ষ ইউনুস আলী মল্লিক ও এবিএম শাহজাহান কাজী এবং ছাত্রসংসদের সাবেক ভিপি মহানগর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি জসিমউদ্দিন, ছাত্রলীগ নেতা জিএস নৃপেন্দ্র দাস নিপু এবং ম্যাগাজিন সম্পাদক

দুদকের : পৃ: ১১ ক: ৮

দুদকের : মামলা

(১২ পৃষ্ঠার পর)

ছাত্রলীগ নেতা জিয়াউর রহমান বিপ্লবের বিরুদ্ধে। ২০০১ সালের ২৫ জুন ম্যাগাজিন প্রকাশনার নামে ১ লাখ ৭৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। তৃতীয় মামলাটি দায়ের করা হয়েছে ছাত্রসংসদের সাবেক ভিপি ছাত্রলীগ নেতা জসিমউদ্দিন, ছাত্রলীগ নেতা জিএস নৃপেন্দ দাস নিপু ও সাবেক অধ্যক্ষ একেএম. সৈয়দ আবদুর রাজ্জাকের বিরুদ্ধে। ২০০১ সালে পরিবহন খাতের ১ লাখ ৫১ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এ মামলা দায়ের করা হয়। ২০০২ সালের ১০ নভেম্বর থেকে ২০০৪ সালের ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত বনমালী গাঙ্গুলী ছাত্রী নিবাসের বিভিন্ন খাত থেকে ২ লাখ ৬৪ হাজার টাকা আত্মসাতের অভিযোগে এক শিক্ষকের বিরুদ্ধে চতুর্থ মামলাটি দায়ের করা হয়েছে। এ মামলার একমাত্র আসামি হচ্ছেন বিএম কলেজের সাবেক সহকারী অধ্যাপক ও বর্তমানে মহিলা কলেজের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রধান মো. ইউসুফ আলী।